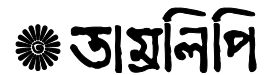


# কাগজের পুরুষ অধরা জাহান



কাগজে পুরুষ  
অধরা জাহান

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৩

তাম্রলিপি : .....

প্রকাশক

এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি

তাম্রলিপি

৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ

সারাহ ওয়াল

বর্ণ বিন্যাস

তাম্রলিপি কম্পিউটার

মুদ্রণ

.....

মূল্য : ৩৩৪ টাকা

---

Kagozer Purush

By : Adhora Jahan

**First Published : February 2023 by A K M Tariqul Islam Roni**

Tamralipi, 38/4 Banglabazar, Dhaka-1100

Price: 334.00

ISBN : .....

## উৎসর্গ

আমার জীবনের একমাত্র বিলাসিতা হলো আমার মায়ের হাসি মাথা মুখটা দেখা। আমেরিকা লন্ডন ঘুরা কিংবা দামি গাড়িতে চড়া, দামি বাড়িতে থেকে বিলাসী জীবন যাপন নয়। সারা দিনের কাজ সেরে ঘরে ফিরে মায়ের হাতে রান্না খেয়ে, মায়ের গ্রামীণ গন্ধ মাথা কণ্ঠটা শুনে তার শরীরের ঘ্রাণটা নিয়ে ঘুমাতে যাওয়াটাও জীবনের আর একটি বিলাসিতা।

কারণ পৃথিবীর সমস্ত দামি পারফিউমকে হার মানায় আমার মায়ের জর্দা দিয়ে পান খাওয়া শরীরের ঘ্রাণ।

আর আমার মা আমার পৃথিবীতে আমার প্রিয় হাতে গোনা যে ক'জন মানুষকে পছন্দ করেন চোখ বন্ধ করে— যাদের মুখ দেখে তার চোখ সোমেশ্বরী নদীর রূপাঝরা শান্ত ঢেউয়ের মতো হেসে উঠতো

তাদের মধ্যে অন্যতম একজন অনন্ত মিথিলা খ্যাত কবি—

শ্রদ্ধেয় প্রয়াত কবি আবুল হোসেন খোকন ভাই—

যাঁর হাতে আমার সাহিত্যের হাতেখড়ি—

জীবন বোধের হাতেখড়ি

আমার প্রথম কাব্য-উপন্যাস কাগজের পুরুষ উপন্যাসটি উৎসর্গ করা শ্রদ্ধেয় কবি আবুল হোসেন খোকন ভাইকে।

কারণ পৃথিবীতে নারীকে এতো সম্মান করতে আমি এর আগে কোনো পুরুষকে দেখিনি।

সম্ভ্রম বিলিয়ে জীবন জীবিকা চালানো নারীটিকেই তিনি পূর্ণ সম্মান দিয়েই বিবেচনা করতেন।

যে মানুষটিকে আমি মৃত্যুর একদিন আগেও ভুল করেও ভুলে থাকতে চাই না।

কিছু মানুষকে আয়োজন করেও ভোলা যায় না—

তিনি সেই প্রিয়জন হৃদয়ের আদরের চাদরে ঢেকে রাখা মানুষ।

## বিশেষ ধন্যবাদান্তে

মাস্তুল (আয়াত), মটু (সায়মন), পাতলু (আবেশ)

আলীফ, সায়েম

## আত্মকথন

সজল শৈশব থেকে অনুপম কৈশোরে আমার জীবনের একমাত্র মৌলিক কাহিনির নাম দুঃখ। অস্তিত্বের প্রগাঢ় আহ্বানে কিংবা সুখের সীমিত সীমানায়ও আমি সেই দুঃখকেই আলিঙ্গন করি বারংবার। প্রণয়ের তীর্থে কখনো বিরহের উজ্জ্বল নক্ষত্রে, সেখানেও সে এখানেও সে। কোনো অপ্রাপ্তি আমার জীবনে বিঘ্নতা সৃষ্টি করেনি। বারংবার অপ্রাপ্তিদের অভ্যর্থনা জানিয়েছি। কোনো স্বপ্নদের নিয়ে গভীরভাবে মগ্ন থাকার মতো হৃদয় আমার না। আমি অনবরত বিচ্ছেদ আর না পাওয়ারদের ভিড়েই জীবনের আনন্দ খুঁজে ফিরি। আর সেই আনন্দ দ্বিগুন আনন্দে প্রকাশ করি আমার প্রতিদিনের সাথি কাগজ-কলমে!! খণ্ড খণ্ড প্রাপ্তি আর অপ্রাপ্তির পালকগুলো এক হয়ে অনুভূতির ক্যানভাস থেকে হয়ে ওঠে একটা করে অন্তর্মিল ছন্দমিল-বিহীন কবিতা, ছোটো গল্প। গল্পের দৈর্ঘ্য প্রস্থ বড় হয়ে কখনো বা উপন্যাস।

যাপিত জীবনের নানাবিধ প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির আগমন প্রস্থান থেকে আমি কেবল জীবনকে আরও শুদ্ধতার সাথে কীভাবে উদযাপন করা যায় সেই রসদ খুঁজে নেই।

সাহিত্য মানুষের হৃদয়ের সৌন্দর্য প্রকাশের এক বিশাল মানচিত্র। সাহিত্য দূরের মানুষকে কাছে নেয়ার এক জ্যোতির্ময় অলংকার। যে অলংকারের সঠিক সৌন্দর্য শুদ্ধ আত্মার মানুষকে কাছে টানবেই। তাই যেকোনো সম্পর্কে ভীষণ যত্নে ভালোবাসতে আমি ভালোবাসি।

সবাই আমার ভালোবাসার অলংকারে নিজেকে সাজাতে পারে না। যারা পারে না তারা আমার আমিটাকে পড়তে পারেন। কিন্তু যারা আমাকে বোঝে আমার ভালোবাসার পবিত্রতা অনুভব করতে পারে তারা ভুল করেও আমাকে ছেড়ে যাওয়া চিন্তাতেও আনে না। অভ্যাসের একাংশ হয়ে ছুঁয়েছেন লেপ্টে থাকেন আমার আমিতে। সেই লেপ্টে থাকা মানুষের সংখ্যা সীমিত। আর সেই সীমিত সংখ্যার সাগরে প্রতিদিন আমি নিজেকে ধুয়েমুছে শুভ স্নিগ্ধ করি। কারণ তারা প্রত্যেকেই জীবন বোধের এক একটা বিশাল ক্যাসেল। যে ক্যাসেলের দেয়ালের এক কোণে নিজেকে একটা রংবিহীন অসমাপ্ত পেইন্টিং করে বুলিয়ে রাখার লোভে আমিও লেপ্টে থাকি সেই সব প্রিয়ঙ্গনে।

সৃজনচর্চা ক্রমাগত আমাকে লোভী করে তোলে। আত্মশুদ্ধির লোভ, মানব প্রেমের লোভ, জীবে প্রেমের লোভ। নানাবিধ পৃথিবীর সমস্ত লোভ আমায় আটপেট্টে জড়িয়ে রাখে কবিতা কিংবা উপন্যাসের প্রতিটি বর্ণমালা, শব্দ এবং বাক্যের ছোঁয়ায়।

সৃজনের বৃষ্টি দিয়ে প্রতিদিন নিজেকে ধুয়েমুছে পাপহীন মানুষ করে পৃথিবীর কল্যাণে নিয়োজিত সৈনিক করবার বৃথা চেষ্টা বহমান এই শূন্য আমিটার। বিত্তে বড়ো কোনোদিনই ছিলাম না আমি। চিত্তের বিশালতা প্রকাশে কার্পণ্য করিনি— ছোটো গল্প, গান, কবিতা কিংবা উপন্যাসের আঙিনায়।

সাহিত্যের স্থান আমার কাছে প্রার্থনাসম।

প্রার্থনায় মানুষ যেমন সৃষ্টিকর্তার কাছে নিজেকে উজাড় করে দেন নীরবে। ঠিক সৃজনচর্চার উঠোনে একজন লেখক ততটাই নিবেদিত প্রাণ থাকেন তার সুখ-দুঃখ, প্রেম-প্রণয়, বিরহ কিংবা মিলনের অনুভূতি প্রকাশে।

আর তাই সৃজন বাস করে আমার মাঝে

আমি বাস করি সৃজনের মাঝে!!

পৃথিবীর সমস্ত সৃজনপ্রেমী মানুষেরা আনন্দ আর প্রাপ্তির বৃষ্টিতে ভিজে থাকুক।

সাহিত্যের মন্দিরে প্রতিদিন আমি আরতি দেই

কারণ সাহিত্য আমায় দান করেছে সেই সম্পদ

যা কোটি টাকা খরচ করে কিংবা লক্ষ দিন সাধনা করেও জীবনে অর্জন করা সম্ভব না যদি ভেতর থেকে না আসে

সেই প্রাইজলেস সম্পদের নাম ক্ষমা...

চোখ বন্ধ করে আমি আমার পৃথিবীতে আমার সাথে করা যেকোনো অপরাধের অপরাধীকে নির্লিপ্তে ক্ষমা করতে শিখেছি সাহিত্যের উঠোনে হেঁটে।

স্বর্গ পবিত্রতার সৃষ্টি করে না।

পবিত্রতায় স্বর্গের সৃষ্টি করে।...

—অধরা জাহান

## প্রথম খণ্ড

ঘুমিয়েছো নীল কাব্য? আসতে একটু দেরি হলো আর অমনি ঘুমিয়ে গেলে? পাগল একটা। জানোইতো আমার কত দেনা— শরীরের সংসার ধোয়া-মোছা অনেকের আগমনে প্রস্থানে ধুলো জমে যায় শরীরের গিরিখাদে-উপত্যকায়। কী করবো বলো? আমার তো শরীরের দোকান। ঝাঁপ বন্ধ না করে কি আসা যায়? অথচ কিছু না বুঝেই কেন এসব কেন এত আগমন-প্রস্থান। তুমি চলে গেলে একদিন দড়ি ঝুলে তারাদের কাছে। আমি তো পারি না নীল কাব্য।

আমার তো কত দেনা। বাপের ওষুধ, বোনের বিয়ে, কিস্তিদার অথবা কলেজের মাইনের স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়া ছোটো ভাই। আমার কী জো আছে বলো? তুমি চাইলেই আমি তো পারি না বন্ধ করে দিতে সব। তার চেয়ে এই ভালো, তাই না বলো?

প্রতিদিন সব সেরে শেষ রাতে এই খোলা জানালায় আমি চেয়ে থাকি আর তুমি তারা হয়ে জ্বলে থাকো। অন্ধকারে আমার নীল কাব্য। এসো, অভিমান করো না, এসো তোমায় ঘুম পাড়িয়ে দেই।

তোমার মনে আছে? যে বছর প্রথম তুমি আমার কাছে এসেছিলে ঠিক তার পরের বছর তারিখ মনে রেখে ঠিক রাত্তির ১২ টা ১০ মিনিটে তুমি আমার জন্য কাঠগোলাপ নিয়ে এসে হাজির আমার ঘাম নুন শরীরের ঘ্রাণ নিতে। এসে দেখলে সেই ঘ্রাণ নিচ্ছে অন্য একজন। জোয়ার্দার সাহেব।

সে যে কি ভ্যাপসা সময় ছিলো আমার জন্য।

একদিকে শরীরের পুরুষ থেকে প্রেমিক হয়ে উঠা কাগজের পুরুষ হবে যে তার আগমন— অন্যদিকে যার দয়ার দানে ভাতের গন্ধ নেই প্রতিদিন— বাবা, ছোটো ভাইবোনদের নিয়ে সে।

না পারছিলাম বুকের উপর থেকে তাকে ঝেড়ে ফেলে নিজেকে ধুয়েমুছে তোমার সামনে যেতে না পারছিলাম তোমার অমন অসহায়ের মতো মুখটা

দেখে নিরবে মুখ ফিরিয়ে নিতে। ঐ সময়টায় নিজেকে পৃথিবীর সব চাইতে নির্বোধ বোকা আর অসহায় লাগছিলো।

কত শত কথারা যে আমার গলা চেপে ধরেছে। দলাদলা কষ্টের উল্লাসে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিলো তখন। কী এমন ক্ষতি কও তুমি। না হয় একটু দেরিই হয়েছিল।

ওমনি তুমি কাঠগোলাপগুলো ফেলে পা দিয়ে মুড়িয়ে ছুটলে নিরুদ্দেশে। একটাবারও ভাবলে না ক্ষাণিক বাদেই আমার মনের অবস্থা কী হবে!

তুমি যাওয়ার মিনিট দশের মধ্যেই জোয়ার্দার সাহেব চললেন তার নিজস্ব মানুষের পানে।

এদিকে কেবল আমিই একা পরে রইলাম।

প্রেমিক নেই— খন্দের নেই, আর কাগজের পুরুষ সে তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমার জন্য তা কেবল হিমালয়সম স্বপ্নবিলাসিতা ছিলো। তোমার ফেলে যাওয়া পা দিয়ে পিষে ফেলা কাঠগোলাপের পাপড়িগুলো ভীষণ মমতায় ছুঁয়েছেন মাটি থেকে তুললাম। যদিও নেতিয়ে গেছে। ওগুলোকেই শরীরের দোকান বন্ধ করে বাড়ি নিয়ে গিয়ে বাবার শিথানের পাশে দখিন মুখী জানালার ধারে কাঁঠালি রঙা কাঠের টেবিলটার উপর রাখলাম।

বাইরের মিহি বাতাসটায় পাপড়িগুলো হয়তো একটু ঝরঝরে হবে।

এদিকে বাবার শরীরটাও সেদিনকে অন্য দিনের তুলনায় বেশি খারাপ। তোমার নিস্তর্রতার চাদরে ঢাকা মুখটা দেখে সেকথাও ভুলে গেছি। ওষুধ আনতে ভুলে গেছি। মাঝরাত অন্ধি অপেক্ষা করে বাবাও ঘুমিয়ে গেছে খাবার ওষুধ কিছুই না খেয়ে।

ছোটো ছোটো ভাইবোনগুলোও আহারহীন নিদ্রায়।

নিজেকে কত যে অপরাধী লাগছিলো সেই রাতে বলে বোঝাতে পারবো না। একজন মানুষের জীবনেও সঠিক সময়ে প্রিয়জন প্রয়োজন কিছুই হতে পারছি না। এ কেমন জীবন আমার?

হঠাৎ ঘুমের মধ্যে বাবার কাতরানোর শব্দ...

দৌড়ে গেলাম। গলাকাটা মুরগির মতো ছটফট করছে বাবাগাছটা।

বুকে পিঠে সরিষার তেল মালিশ করছি।

কিন্তু ওতে কোনো কাজ হবার নয়।

কারণ বাবার যে অসুখ তার

ব্যথা উঠার সাথে সাথেই তাকে ওষুধ মুখে দিতে হয়,

আর নিয়মিত ওষুধটা সময় মেপে খাওয়াতে হয়। যার কোনোটায় আমি করতে পারিনি সেদিন। চোখের সামনে আমার হাতের তালুর উপর বাবা-গাছটা ছটফট করছে যন্ত্রণায়। প্রচুর ঘামছে বাবার শরীরটা। ঘরে একটা ফ্যানও নেই। একটা তাল পাতার পাখা দিয়ে বাতাস করছিলাম। তারপর জানালাটা খুলে দিলাম। মিহি একটা বাতাস আসছিলো। সেই বাতাসের সাথে কাঠ গোলাপের ঘ্রাণ। কাঠ গোলাপের ঘ্রাণটা নাকে আসতেই আবার চললাম তোমার পানে।

তোমার সাথে পরিচয়ের প্রথম দিন থেকে শেষ মুহূর্ত অন্ধি কী কী ঘটেছে আমাদের মধ্যে। সব স্মৃতিতে ভেসে উঠছে।

কী মায়ায় মিশে গেলাম তোমার বুক পকেটে ভাবনায়। তুমি আমাকে তসর সিন্ধের অফ হোয়াইট কালার শাড়িটা যেদিন দিয়েছিলে, ঠিক সেদিনই ঐ শাড়িটি পরিয়ে আমাকে নিয়ে গিয়েছিলে রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের শিখা চিরন্তনীতে বেড়াতে। শিখা চিরন্তনীর দাউ দাউ করে জ্বলা সোনালি রঙা আগুনের ইতিহাস বলছিলে আমায়। আর পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া বেলিফুল বিক্রি করা মেয়েটাকে দাঁড় করালে। মেয়েটা একটা ফুলের মালা দিয়ে চলে যাচ্ছিলো— তুমি ওকে বললে একটা না, যে কটা মালা তোমার ম্যাডামের চুল পুরোটা সাজাতে লাগে তাই দাও।

ম্যাডাম...?

এই শব্দটাই কেমন এক দামি দরের শব্দ হয়ে কানে বাজলো। এর আগে তো কোনো দিন কেউ আমাকে এই শব্দে ডাকেনি। অনেক নামিদামি নারীদেরকে অন্যরা ডেকেছেন তাই শুনেছি। আর মনে মনে ভেবেছি— কত দামি জীবন তাদের।

তোমার মুখে জীবনে প্রথম বার ঐ ম্যাডাম ডাকটা শুনে শিখা চিরন্তনীর সামনে দাঁড়িয়ে আমার বুকের ভেতরেও তার দ্বিগুন অগ্নিদগ্ধ হচ্ছিলো।

সৃষ্টিকর্তাকে বলছিলাম—

আমার জীবনটাও কেন ঐ সব নারীর মতো হলো না—

কেন আমায় প্রতিদিন নিজের ভেতরের স্বপ্ন সাধ তালা দিয়ে শরীরের দোকান খুলে বসতে হয় একটু ভাতের গন্ধ নিতে?

আগুনের মাঝেই যেন স্রষ্টাকে দেখতে পাচ্ছিলাম। চারপাশের সব ভুলে গেছি। হঠাৎই তুমি বলছিলে... সুপ্রভা তোমার চুলে বেলিফুলের মালাগুলো দারুণ লাগছে। যদিও তোমাকে দেখাতে পারছি না আয়না নেই বলে। আপাতত আয়না হয়ে আমিই দেখছি, হাहा...

কী শুভ স্নিগ্ধ লাগছে তোমায় সুপ্রভা।

আমি বললাম ফুলগুলো সুন্দর তাই সুন্দর লাগছে—

সহজভাবে বললে ফুলের সৌন্দর্যে আমি সুন্দর হয়ে উঠেছি।

তুমি বললে না, তুমি এই ফুলের চাইতেও সুন্দর।

আমি বললাম তাই কখনো হয় নাকি, পাগল একটা।

বলে শিখা চিরন্তনী থেকে পাশ ফিরতেই বাতাসে আমার চুলগুলো আটকে গেলো তোমার শার্টের বোতামে।

চুল সরাতে সরাতে বোতাম থেকে দুজন এত কাছাকাছি হলো যে—

তোমার নিঃশ্বাসের শব্দটা— গন্ধটাও আমি পাচ্ছিলাম।

তোমার গরম নিঃশ্বাসে জীবনে প্রথম আমার নারী মন জেগে উঠেছিলো। নিজেকে প্রেমিকা মনে হচ্ছিলো। কারণ জীবনে প্রথম যাপিত জীবনের সব ভুলে ঐ পুরো মুহূর্তটা জুড়ে আমার চোখে মনে শুধু তুমি ছিলে।

আমার জীবনের অন্য কিছুই মনে ছিলো না!

তুমি আলতো করে আমার সামনের চুলগুলো পেছনে দিয়ে আমার বা পাশের গলার নিচে তোমার অধর স্পর্শ করলে।

নিমেষেই আমি কেঁপে উঠলাম। যেন জীবনে প্রথমবার কেও আমায় স্পর্শ করলো।

অথচ কত পুরুষই ছুঁয়েছেন যায় প্রতিদিন।

তুমি নিজেও এর আগে ছুঁয়েছিলে আমায়।

তবে কম্পন তৈরি হলো তখন— যখন আমি নিজেকে প্রথম বার প্রেমিকা ভাবতে শুরু করলাম।

তবে কি প্রেমহীন কোনো অনুভূতিরও জাগে না?

একাকী নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে আমি তোমার বুক পকেটে ঢুকে গেলাম।

অনুভূতির পরতে পরতে যেন তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ দোল খাচ্ছে।

ইচ্ছে করছে শরীরের ভাঁজে ভাঁজে তোমায় মিশিয়ে নেই। মিশে যাই  
নিজেও।

হঠাৎই এসব স্মৃতির পাড়া থেকে ফেরত এলাম কাঠ গোলাপের কাছে...

আগামীকাল সেই তসর সিল্কের অফ হোয়াইট শাড়িটা পরে কাঠ গোলাপের  
পাপরিগুলো সুতোয় গাঁথে খোঁপায় দিয়ে যাবো তোমার সাথে দেখা করতে।  
আমি জানি সামনে গিয়ে দাঁড়ালে তোমার অভিমান হাওয়াই মিঠাই হয়ে উড়ে  
যাবে।

হঠাৎই আমার ডান হাতটা খুব ভারি লাগছিলো।

ওমা তাকিয়ে দেখি বাবাতো আমার হাতের উপর ছিলেন। সে ঘুমিয়ে  
গেছেন। আমি এত লম্বা সময় ধরে তোমায় নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম যে বাবা আমার  
হাতের উপর থেকে চললেন অন্তিম অনন্তে। টেরও পেলাম না।

বাবা গাছটার মুখের পানে চেয়ে এক ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়তে  
আমার লেগে গেলো দীর্ঘক্ষণ।

ভোরের সূর্য উঠার সাথে সাথেই আমার জীবনেও উদয় হলো নব সূর্যের।  
বাবাকে সাজিয়ে গুছিয়ে তার নতুন ঠিকানায় পাঠাতে হবে, ঐদিনই ছোটো  
ভাইটার কলেজে মাইনে দেওয়ার শেষ দিন, আবার যাবো কাগজের পুরুষ  
হতে চাওয়া সেইজনের মান ভাঙাতে।

সব সেরেসুরে আবার রাতে শরীরের দোকান খুলে বসতে হবে।

আমার কি জো আছে বাপের জন্য বিলাপ করে কাঁদা কিংবা কাজকন্ম বাদ  
দিয়ে দু-চার দিন শোক দিবস পালন করা।

যাগ্যে ভোর হতেই গেলাম সুরুজ কাকার উঠানে।

কাকা ও কাকা একবার একটু বাইরে এসো তো।

কাকা খুব বিরক্তি নিয়ে এলেন দরজা খুলে চোখ কচলাতে কচলাতে। খুব  
বিরক্তির স্বরেই বললেন, এত সকালে কী হইছে, কাঁচাঘুম ভাঙতি হলো—

আমি বললাম চাচা হইছে হইছে—

ঐ বাবা তার নতুন বাড়ি যাবে। একটু তাড়াতাড়ি সব ব্যবস্থা করে দাও।  
আমার আবার সারা দিনে অনেক কাজ শেষ করা লাগবে।

সুরুজ কাকা এক ধমক দিয়ে বললেন হেয়ালি শোনার সময় নাই। যা এখন,  
ঘুমাবো। আমি আবারও বললাম ও কাকা বাবাকে একটু সাজিয়ে গুছিয়ে  
পাঠানোর ব্যবস্থা কর না। এবার কাকা আরও খেপে চাচিকে ডাকা শুরু  
করলেন। চাচিও বাইরে এসে আমার কথা শুনে বকা শুরু করলেন।

তারপর চাচাকে বললাম, কাকা বাবা কাল রাতে আল্লাহর মেহমান হয়েছেন।  
তাকে তাড়াতাড়ি পাঠানোর সব সারতে হবে না?

আমি একাই তো পারবো না। আর আমি তো এই কাজ করিনি কোনোদিন।

হঠাৎ চাচা চাচি বলে উঠলেন, আল্লাহ বাঁচাইছে,

এত পাপের পয়সা খাওয়ার চাইতে মরণ অনেক ভালো। খুব ভালো হইছে  
রইছউদ্দীন শ্যাম ম্যাশ মরছে!

এবার তুইও এই গাঁও ছাইড়া আমাগো পাপমুক্ত কর।

আচ্ছা সে না হয় করবো!

আগে বাবার সব ঠিকঠাক হোক তারপর না হয় তোমরা যা চাউ তাই  
করবো।

এই কথা বলে সুপ্রভা ঘরের দিকে হাঁটা দিচ্ছে। পেছন পান থেকে সুরুজ  
কাকা বলে উঠলেন—

না না, তুই এই এলাকায় থাকতে তোর বাপের লাশ আমরা কেউ কান্দে নিমু  
না।

আমি আবার দৌড়ে গেলাম সুরুজ কাকার কাছে—

সুপ্রভা : ও কাকা এসব কী কথা? তোমরা ছাড়া আমাদের আছেটা কে?

আমি বলছি তো আমি বাবার সব শেষ করে গ্রাম থেকে চলে যাবো।

সুরুজ কাকা : না তুই একটা নষ্টা মেয়ে ছেলে।

তোর সাথে কথা কওয়াও পাপ। তুই যা। তোর বাপের প্রতিও আমাগের এত  
মমতা নাই।

কিবা করি তোর বাপ এই পয়সা খাইছে?

আমি হলি পরি গলায় দড়ি দিয়া আরও আগেই মরতাম। কিন্তু তুই গেলি পরে চিন পরিচয়ের মানুষ হিসেবে তোর বাপরে কবরে রাখি আসমু।

সুপ্রভা : তাইলে চাচা মসজিদে একবার মাইকিং করে দেওয়ার ব্যবস্থা কর না।

জানাজায় মানুষ বেশি হবে। মানুষ বেশি হলে পরে বাবা মানুষের দোয়ায় আল্লাহর কাছে বেশি ভালো থাকবে।

সুরুজ কাকা : তোর বাপের লাগি আবার মসজিদে মাইকিং করার কী আছে? পাপের পয়সা যে খায় সেও তো পাপীই। মরি গেছে আমরা এহন পাপ মুক্ত হমু।

যা যা...

আইজ আমার জমিনত দান বুনবার জন্যি চার জন কামলা আইছে রাইত।

আমি তাগো ডাকি তুলি তোর বাপের দাফন সারি দেই।

সুপ্রভা...আচ্ছা কাকা অনেক কথায় বললাম।

শেষ আর একটা কথা বলি—

বাপজানের শরীরটা আসলেই পাপের টাকায় খাওয়া পরা!!

অনেক ভেবে দেখলাম—

তোমাদের পবিত্র শরীর আর হাত আমার বাপজানের শরীরে লাগানো ঠিক হবে না।

কাকা তোমাকে ধন্যবাদ। যাই— আমরা ভাইবোনরাই বাপজানের বিদায়ের আয়োজন করি।

সুরুজ কাকা : যা যা এসব শেষ করি গাউ থাকি বিদায় য....

এর পর সুপ্রভা ঘরে গিয়ে ছোটো ভাইবোন দুটোকে ঘুম থেকে তুলে কোদাল নিয়ে গেলো সেই জানলার কাছে—

সারা রাত যে জানলার পাশের বিছানায় বাবা এবং তার নীল কাব্য কাগজের পুরুষকে নিয়ে ছিলো।

ঐ জানলার পাশেই বাবার কবর খুঁড়ার সব আয়োজন শুরু করলো তিন ভাইবোন মিলে।

ছোটো ভাইবোন দুটো এতটাই অবাক যে বাবার চলে যাওয়ার মানেটা ভুলে ওরা শুধু সুপ্রভার দিকে তাকিয়ে। পুরোপুরি ওরা বুঝে উঠতে পারছে না সুপ্রভার ভেতর কী চলছে।

সুপ্রভার সাথে বাবার কবর খুঁড়ছে। চোখের পানি পরিবর্তে খানিক পরপর শুধু সুপ্রভা ওদের বলছে—

নে তাড়াতাড়ি কর। অনেক কাজ আজ।

ছোটো ভাই তন্ময় জিজ্ঞেস করলো বাবা মারা যাওয়ার পর এই প্রথম...

তন্ময় : বুবু তুই কাঁদছিস না যে?

সুপ্রভা : এত কান্নাকাটি করার এখন সময় নেই ভাই। মেলা কাজ বাকি, বাবাকে বিদায় দিয়ে তোর কলেজ ফি তারপর আমার কাগজের পুরুষের মান ভাঙতে যাওয়া ওসব সেরেসুরে সন্ধ্যায় আবার শরীরের দোকান খুলে তারপর রাতে না হয় সময় নিয়ে কাঁদব ভাই। নে নে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ কর।

তন্ময় : বুবু আমি তোর ছোটো, জগৎ সংসার এত দেখিনি বুঝি না, মা মারা যাওয়ার পর তোর কোলে পিঠেই বেড়ে উঠেছি। এখনো তুই ভাত বেড়ে না দিলে পেটে ভাত যায় না। বাজান দিনের বেশিরভাগ সময় একটা কথা বলতো—

বলতো আমি জীবনে মেলা পুণ্য করে তোর বুবুরে পাইছি। মাঝেমধ্যে বিরক্ত হইতাম।

বুবু আজ আমি পৃথিবী এবং জীবনের মানে দুই-ই পরিষ্কার বুঝতে পারছি কিছুটা। যা আজকের আগেও কখনো বোঝার চেষ্টাও করিনি।

এই কথা বলে—

ছোট ভাইটা কবর খুঁড়া বন্ধ করে হাউমাউ করে কেঁদে সুপ্রভাকে জড়িয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

হঠাৎ বাড়ির পাশের রাস্তা দিয়েই ঐ সকালে যাচ্ছিলেন হাসু কাকা।

ঐ গাঁয়ের মসজিদের ইমাম সাহেব।

তাদের তিন ভাইবোনদের দেখে ছুটে এলেন কাছে— কবর খুঁড়া দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।

তারপর জানতে চাইলেন সব—